করোনায় দেশজুড়ে কারফিউ জারি করলেন সৌদি বাদশাহ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে সৌদি আরবজুড়ে কারফিউ জারির নির্দেশ দিয়েছেন বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। যা সোমবার সন্ধ্যা থেকে কার্যকর করা হবে।

আরব নিউজ ও সৌদি গেজেটের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে। দেশটির রাজকীয় আদালতের একটি বিবৃতি সৌদি সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়, সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত এই কারফিউ কার্যকর হবে।

হিজরি বর্ষপঞ্জির ১৪৪১ সালের ২৮ রজব থেকে আগামী ২১ দিন এই কারফিউ কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ গ্রিগরি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৩ মার্চ থেকে যা কার্যকর থাকবে।

রোববার সৌদিতে নতুন করে ১১৯ করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে উপসাগরীয় দেশটিতে সর্বমোট ৫১১ জনের শরীরে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস ধরা পড়ে।

নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই কারফিউ চলাকালে নাগরিক ও বাসিন্দাদের ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কারফিউর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। এতে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতেও বলা হয়েছে।

তবে কয়েকটি খাতের শ্রমিকরা এই কারফিউর বিধিনিষেধের বাইরে থাকবেন। নিবৃত্তিমূলক সময়েও যেসব সরকারি ও বেসরকারি খাতের কাজ অব্যাহত চালিয়ে যেতে হবে, সেই সব খাতের শ্রমিকরা এই কারফিউর বাইরে থাকবেন।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় ইতালিতে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৬৫১ জনের মৃত্যু

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে ২৪ ঘণ্টায় রোববার আরও ৬৫১ জন মারা গেছেন। এনিয়ে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে। যা শনিবার পর্যন্ত ছিল ৪ হাজার ৮২৫ জন।

এরফলে মৃত্যু আতংকে গোটা ইতালি। বাড়ছে জনমনে উৎকন্ঠা। দিনের পর দিন দেশটি ভয়াবহ অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

ইতালি সরকার করোনা মোকাবেলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে জরুরি অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। চলাফেরাও সীমিত করা হয়েছে। তবুও যেন মৃত্যু থামছে না, হুহু করে বেড়েই চলেছে। করোনার ভয়ানক আঘাতে দিনদিন দেশটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে।

একদিনে নতুন করে আক্রান্ত ৫ হাজার ৫৬০ জন। এর আগে ৬ হাজার ৫৫৭ জন ছিলেন। যার ফলে দিনের পর দিন জনগণের মাঝে আতংক ও উৎকন্ঠা

বেড়েই যাচ্ছে। ভয় ও আতংকের মধ্যে দিন যাপন করছেন ইতালিয়ান, বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসীরা।
গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার। সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ২৪ জন। যা আগের দিন ছিল ৬ হাজার ৭২ জন। দেশটিতে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪৬ হাজার ৬৩৮ জন। যা আগে ছিল ৪২ হাজার ৬৮১ জন। এনিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫৯ হাজার ১৩৮ জন। যা শনিবার ছিল ৫৩ হাজার ৫৭৮ জন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কোন্তি করোনা সংকট নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিদিন জনগণকে সচেতন ও মনোবল বৃদ্ধি করতে ভাষণ দিচ্ছেন। দেশের জনগণের আর্থিক সমস্যা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন খাতে বরাদ্দ দিচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ দিয়েছেন। ইউরোপে এখন পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর লম্বার্ডিয়ায়। করোনাভাইরাসে কমপক্ষে ১৮ জন চিকিৎসক মারা গেছেন দেশটিতে।

.

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় বাড়ছে লাশের সারি প্রাণহানি ১৩০০০, আক্রান্ত ৩ লাখ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ নয় হাজার ৩৩ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া আক্রান্ত আরও ৯৩ হাজার ৭৫১ জন সুস্থ হয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছেন। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক বার্তা সংস্থা বিএনও নিউজের প্রতিবেদনে এ খবর দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পরও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এই মহামারী। কিউবাসহ বেশ কয়েকটি দেশ করোনার প্রতিশেধক তৈরির কথা বললেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এমন কোনো ঘোষণা আজ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। যে কারণে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রেন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান সামনে এনে কাতারভিত্তিক প্রভাবশালী গণমাধ্যমক আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে করোনায় মৃত্যুর মিছিল এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৪ হাজার ৫০০ মানুষ। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯২ হাজার মানুষ।

করোনাভাইরাসের সুতিকাগার চীন পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও ইতালি, ইরান, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো অনেক দেশের অবস্থা নিয়ন্ত্রণহীন।

এর মধ্যে ইউরোপে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। এর মধ্যেই গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৭৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে। এটিই এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর খবর। এর ফলে ইতালিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার ৮২৫ জনে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫৭৮ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন করেছে ইতালির সরকার।

যুক্তরাজ্যে সব ক্যাফে, বার ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণে যারা কর্মস্থলে যোগ দিতে পারছেন না, তাদের বেতনের ৮০ শতাংশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

করোনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মধ্যেপ্রাচ্যের দেশ ইরান। দেশটিতে প্রতি দুই মিনিটে একজন মানুষ মারা যাচ্ছেন। ইরান সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৫৫৬ জনে।

করোনা থাবা বসিয়েছে বাংলাদেশেও। ৮ মার্চ প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পরার পর এ পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন। বহু মানুষ কোয়ারেন্টাইনে আছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রয়োজনে লকডাউনের পরামর্শ দিয়েছেন দেশজুড়ে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসের ওষুধ উৎপাদন করতে যাচ্ছে ইরান

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রোগীদের চিকিৎসায় চীনের ব্যবহৃত একটি ওষুধ উৎপাদন করতে যাচ্ছে ইরান।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আলী রাজ্জাজান এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ওষুধটির কাঁচামাল এরইমধ্যে ইরানে এসে পৌঁছেছে এবং এগুলো শুল্ক বিভাগ থেকে ছাড়িয়ে আনার পর দুই দিনেরও কম সময়ের মধ্যে ওষুধটির উৎপাদন শুরু করা হবে।

পার্স টুডের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে।

চীনে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় ওষুধটি সফল হয়েছে। রাজ্জাজান বলেন, এটি ভাইরাসরোধী একটি স্বতন্ত্র ওষুধ এবং ইরানে করোনার চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য ওষুধের পাশাপাশি ব্যবহার করা হবে।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনাভাইরাস নির্মূলের চেষ্টা করছে

জানিয়ে রাজ্জাজান বলেন, ইরানের বিশেষজ্ঞরা করোনা মোকাবিলায় এরইমধ্যে যেসব গবেষণা করেছেন, তার ফল বিশ্বের বহু দেশ ব্যবহার করছে।

প্রায় ১০০ কোটি লোক রোববার নিজেদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে ১৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড গড়েছে ইউরোপের দেশ ইতালি। সেখানে শনিবার ৭৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে প্রতি দুই মিনিটে একজন করে রোগী মারা যাচ্ছেন।

এই বৈশ্বিক মহামারী রোধে ৩৫ দেশ লকডডাউন হয়ে আছে। মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইরান। দেশটিতে মৃত্যুর হার আট দশমিক ছয় শতাংশ। যেটা অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশি।

সুত্র-যুগান্তর

নীরব ঘাতক করোনাভাইরাস: সবচেয়ে বিপজ্জনক আগামী ২১ দিন

এখন থেকে আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ দেশের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিকভাবে নতুন করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা আছে। গতকাল পর্যন্ত যারা আক্রান্ত দেশ থেকে এসেছেন তাদের কাছ থেকে ছড়ালেও সর্বোচ্চ আগামী ২১ দিনের মধ্যেই তা প্রকাশ পাবে।

ভাইরোলজির ভাষায় যাকে ‘পিক টাইম’ বলা হয়। এ সময় সংক্রমিত হতে পারে অসংখ্য মানুষ। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এমন আশঙ্কা করছেন দেশের ভাইরোলজি বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, যেসব দেশে ভাইরাসটি সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেই দেশগুলো থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে রাখা হলে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তবে এখনও যদি ছড়িয়ে পড়া দেশ থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে আনা হয় তবে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সূত্র- যুগান্তর
বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ আয়ের উন্নত প্রযুক্তির রাষ্ট্রগুলো সব সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও নতুন করোনাভাইরাসে মহামারী ঠেকাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মূল কারণ, ওই দেশগুলোর নীতিনির্ধারকরা প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সময়ের কাজ সময়ে করতে পারেনি। এসব দেশের প্রতিটিতেই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল আক্রান্ত দেশ থেকে আসা দু-একজন ব্যক্তির মাধ্যমে।

ভাইরোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যেসব দেশে ভাইরাসটির ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেছে সেসব দেশে প্রথম ২ থেকে ৩ সপ্তাহ হাতেগোনা কয়েকজনের দেহে এটি শনাক্ত হয়।
একটা পর্যায়ে সেই সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকে। এর কারণ, প্রথমে দেশে প্রবেশ করা সেই দু-একজন ব্যক্তি তাদের পরিবার থেকে শুরু করে যত মানুষের সংস্পর্শে গিয়েছেন, তাদের অনেকের দেহেই ভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছে। এই ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণগুলো প্রকাশ হতে সাধারণত ১ থেকে ২ সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সাধারণ সর্দি-কাশি বা ফ্লুর সঙ্গে এর উপসর্গগুলোর মিল থাকায় পরীক্ষা না করে, শুধু শারীরিক লক্ষণ দেখে এটি আলাদা করা সম্ভব হয় না।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক সময়। আমাদের হিসাব মতে, এই সময়ে দেশে নতুন করোনাভাইরাসের পিক হবে। যা হওয়ার এই সময়ে হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যেসব সতর্কতা এখন নেয়া হচ্ছে এগুলো আরও আগেই নেয়া দরকার ছিল। পিক হলে আরেকটি ডিজাস্টার ঘটবে।

সেটা চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের ক্ষেত্রে। কারণ তাদের হাতে পর্যাপ্ত পার্সনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিই) নেই। ফলে যারা চিকিৎসা ও সেবা দেবেন তারা ব্যাপকভাবে ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত হতে পারেন। অধ্যাপক নজরুল বলেন, আমরা এ ধরনের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশই নিরাপদে থাকতে পারতাম যদি সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়া দেশগুলো থেকে আসা যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে নিতে পারতাম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের জন্য সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

দেশে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর

প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। বর্তমানে সেই সংখ্যা ২০ জন, যাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। অর্থাৎ ইতালি থেকে আসা ১৪২ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়ে দেয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এখন পর্যন্ত যে ২০ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে তাদের সবাই কোভিড-১৯ এর মহামারী আক্রান্ত দেশ থেকে আসা বা তাদের পরিবারের সদস্য। অথচ শুরুতেই ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে আসা যাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখলে দেশ মহামারীর হুমকিতে পড়ত না।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যে দেখা গেছে, গত দুই মাসে সমুদ্র, সড়ক ও আকাশপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন ৬ লাখ ৪৫ হাজার ৭৪২ জন। যাদের বেশির ভাগই কোভিড-১৯ এর মহামারী চলছে, এমন দেশ থেকে এসেছেন। সতর্কতার জন্য দেশের প্রবেশপথগুলোতে এসব যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়। তবে সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পেতে এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগায় স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে কেউ যে ভাইরাসটির বাহক তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাহকরা দেশে ফিরে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজের অজান্তেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য কোভিড-১৯ এর মহামারী প্রতিরোধ করার কাজটি দুরূহ হয়ে গেলেও অসম্ভব নয়। তবে এর দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। একটি অধিদফতর বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ ধরনের বৈশ্বিক মহামারী (প্যানডেমিক) প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ। পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সচেতনতা, বেসরকারি খাতের শীর্ষ পর্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা। এই তিন ধরনের মানুষদের সমন্বয় না হলে এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ভাইরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. জাহিদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, দেশের সম্ভাব্য মহামারী প্রতিরোধে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড-১৯ এর একটি জাতীয় রেসপন্স টিম গঠন করতে হবে। যার প্রতিটি কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে সরাসরি পরিচালিত হবে। জাতীয় রেসপন্স টিমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সম্পৃক্ত করে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা সব ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে নিতে হবে।

জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল ভাড়া নিয়ে সেগুলোকে সাময়িক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পরিণত করতে হবে। প্রয়োজনে শৃঙ্খলা নিশ্চিতে সর্বস্তরে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যেসব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ানদের জন্য এখনও পিপিই (পারসন্যাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট) পাঠানো হয়নি, সেখানে দ্রুত সরবরাহ করতে হবে। কোভিড-১৯ নিয়ে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রতিহতে নজরদারি বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

করোনাভাইরাস রোধে বিষ খাওয়ার ভিডিও পোস্ট, দুই সৌদি আটক

করোনাভাইরাস রুখতে জীবাণুনাশক খাচ্ছেন দেখিয়ে অনলাইনে ভিডিও পোস্ট করায় সৌদি আরবে দুজনকে আটক করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে এই বিষাক্ত তরল পদার্থ মানুষের খাওয়ার জন্য না হলেও এটি প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস রুখতে পারে বলে ভুয়া তথ্য প্রচার করার অভিযোগ করা হয়েছে।

সৌদি তদন্ত সংস্থা ও সরকারি কৌঁসুলির নির্দেশে রিয়াদ ও কাসিম এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। দুজনে আলাদাভাবে ভিডিও নির্মাণ করে সামাজিকমাধ্যমে তা পোস্ট করেন।- খবর এএফপি ও আরব নিউজের

কর্মকর্তারা বলেন, সামাজিকমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি ডিটারজেন্ট খাওয়ার ভান করে এতে করোনাভাইরাস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বলে গুজব রটাতে চেয়েছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মানুষের ওপর যে প্রভাব ফেলছে, তাতে গুরুত্ব না দিয়েই তারা এই ভিডিও পোস্ট করেন।

তাদের এই কার্যক্রম ইসলাম ও আইনের বিরুদ্ধে গেছে বলেই আটকের নির্দেশ দিয়েছেন কৌঁসুলিরা বলে খবরে দাবি করা হয়। কারণ তারা দেখাতে চেয়েছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ক্ষতি কিংবা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছেন। এতে জনস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এতে দুই ব্যক্তির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড কিংবা মোটা অঙ্কের অর্থ জরিমানাও হতে পারে।

তাদের এই ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় লোকজন তাতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন।

অন্য তরুণরা তাদের অনুসরণ করতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে আরব আমিরাতে দুজনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুক্রবার দুজন মারা গেছেন।

এছাড়া আবু ধাবিতে এ পর্যন্ত ১৪০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩১ জন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন। কিন্তু সেখানে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

আমিরাত সংবাদ সংস্থা জানায়, নোভেল করোনাভাইরাসে প্রথমবারের মতো দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মন্ত্রণালয়।

মারা যাওয়া দুজনের একজন ৭৮ বছর বয়সী। তিনি ইউরোপ থেকে এসেছেন। সরকার জানায়, হৃদরোগে ওই আরব ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে করোনাভাইরাস সংশ্লিষ্ট জটিলতাও ছিল।

আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে হৃদ ও কিডনি জটিলতায়। তার বয়স ৫৮ বছর। তিনি এশিয়ার কোনো একটি দেশের নাগরিক।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে এখন পর্যন্ত একহাজার ৩০০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

ঘরে বসেই কীভাবে করবেন করোনা পরীক্ষা, জানালেন দেবী শেঠী

যুগান্তর ডেস্ক
১৯ মার্চ ২০২০, ১২:২১ | অনলাইন সংস্করণ

ঘরে বসেই কীভাবে করবেন করোনা পরীক্ষা, জানালেন দেবী শেঠী
ছবি: সংগৃহীত
ভারতের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবী শেঠী বলেছেন, যদি কারও ফ্লু বা সর্দি থাকে, প্রথমে নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেট করে লক্ষণ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রথম দিন শুধু ক্লান্তি আসবে। তৃতীয় দিন হালকা জ্বর অনুভব হবে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের ব্যাপক বিস্তারের মধ্যেই এক অডিওবার্তায় তিনি এমন পরামর্শ দিয়েছেন। সামাজিকমাধ্যমে যেটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

দেবী শেঠী বলেন, সঙ্গে কাশি ও গলায় সমস্যা হবে। পঞ্চম দিন পর্যন্ত মাথা যন্ত্রণা। পেটের সমস্যাও হতে পারে। ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে শরীরে ব্যথা বাড়বে এবং মাথা যন্ত্রণা কমতে থাকবে।

‘তবে ডায়েরিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পেটের সমস্যা থেকে যাবে। এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টম ও নবম দিনে সব লক্ষণই চলে যাবে। তবে সর্দির প্রভাব বাড়তে থাকে। এর অর্থ আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে এবং আপনার করোনার আশঙ্কা নেই।’

উপমহাদেশের এই বিখ্যাত চিকিৎসক বলেন, এমন সময়ে আপনার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ আপনার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে। যদি অষ্টম বা নবম দিনে আপনার শরীর আরও খারাপ হয়, করোনা হেল্পলাইনে ফোন করে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিন।

ভারতের কাছে এ মুহূর্তে দেড় লাখ পরীক্ষার কিট রয়েছে এবং সর্বোচ্চ দেড় কোটির পরীক্ষা সম্ভব জানিয়ে তিনি বলেন, তাই জ্বর

হওয়ার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনেই প্রত্যেকেরই করোনা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এতে আরও বড় সমস্যা হবে।

পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, জ্বর হলেই করোনার পরীক্ষা নয়। আগে অপেক্ষা করে উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করুন। খারাপ হলে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে নিন।

‘অতিরিক্ত মাস্ক বিক্রির জেরে তার হাসপাতালেও N95 মাস্কের অভাব। আপনি ভয় পেয়েছেন বলেই পরীক্ষা করা উচিত নয়’, মন্তব্য এই হৃদরোদ বিশেষজ্ঞের।

সুত্র-যুগান্তর

যেভাবে দাফন হবে করোনায় প্রথম মৃত ব্যক্তির

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম এক ব্যক্তি মারা গেছেন। বুধবার বিকেলে মহাখালীতে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, অতি দুঃখের সঙ্গে বলছি, করোনায় আক্রান্ত একজন মারা গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ওই ব্যক্তির বয়স ছিল ৭০ বছরের ওপরে এবং তিনি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিসহ আরো বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি বলেন, এই রোগী একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দশজন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। গতকাল তাঁর অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আজ সকালে তিনি মারা গেছেন। তিনি জানান মৃত এই ব্যক্তিকে দাফন করা হবে। সূত্র- পূর্বপশ্চিম

মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, করোনায় মৃত এই ব্যক্তির দাফন হবে ‘বিশেষ প্রক্রিয়ার’ মধ্যদিয়ে। আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্যাকেট করে দেবেন এবং পরিবহনের ব্যবস্থাও করবে। মৃত ব্যক্তির

লাশ প্যাকেট করার আগে আমরাই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, গোসল করিয়ে দেব। এরপর কাফনের কাপড় পড়িয়ে প্যাকেট করা হবে। সেই প্যাকেট কোনও অবস্থাতেই কেউ খুলতে পারবে না। প্যাকেট খুলে আত্বীয়-স্বজন লাশের মুখ দেখার সুযোগ নেই।

ফ্লোরা বলেন, লাশ প্যাকেট করার পর তা খোলা হলে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এতে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তাই যেভাবে আমরা প্যাকেট করে দেবো সেভাবে আমাদের লোক দিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনায় কবর দেওয়া হবে।

মৃত এই ব্যক্তির জানাজায় অংশ নিতে বাধা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাভাবিক ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, একজন মৃত ব্যক্তির জন্য যে ধরনের জানাজার প্রয়োজন হয় তাতে অংশ নিতে কোনো বাধা নেই। লাশ সামনে রেখে জানাজা পড়া যাবে এবং তাতে অংশ নেওয়া যাবে।

আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী, তিনজন পুরুষ। দুইজন ইতালি থেকে এবং একজন কুয়েত থেকে এসেছে। এছাড়া একজন ইতালি থেকে আসা একজনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ জন।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলে ১৪দিন হোম কোয়ারেন্টিন করতেই হবে। সেই নির্দেশনা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

কেউ-ই এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবে না: কুরাইশি

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরাইশি বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস বিস্তারের জন্য চীনকে দোষারোপ করা হচ্ছে। চীন থেকে শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরিয়ে না আনার ক্ষেত্রে পাকিস্তান আত্মবিশ্বাসী ছিল। এসব শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডা. আরিফ আলভির সঙ্গে চীন সফর শেষে তিনি বলেন, কেউ-ই এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবেন না। একটি জাতি হিসেবে আমাদের সবাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উহান থেকে মাত্র একজন আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। যখন আমরা এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়তে যাই, তখন আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তটিই নিতে হবে।

ভারতীয় নৃশংসতার বিরুদ্ধে যেভাবে ভূমিকা রাখা হয়েছে, এই ভাইরাস মোকাবেলায় তেমনি ভূমিকা রাখতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কুরাইশি বলেন, এখন কোনো মিছিল-সমাবেশের আয়োজনের সময় না।

এদিকে করোনাভাইরাস মহামারীতে বিপর্যন্ত চীনে সরকারি সফর শেষে ফিরে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তানের এই শীর্ষ কূটনীতিক।

বুধবার দেশটির এক সরকারি বিবৃতি জানিয়েছে, তার শরীরে করোনাভাইরাস আছে কিনা; সেই পরীক্ষাও করা হবে।

পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ঘোষণা দিয়ে কুরাইশি বলেন, বিশেষজ্ঞরা আমাকে আইসোলেশনে যাওয়ার এবং পাঁচদিন পর করোনাভাইরাস পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ডা. আরিফ আলভির সফরসঙ্গী হিসেবে সোম ও মঙ্গলবার চীনে ছিলেন কুরাইশি।

করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চীন সফরে যান ডা. আরিফ আলভির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল।

এসময় তারা চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং ও ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রধান লি ঝানসুর সঙ্গে বৈঠক করেন।

দেশটির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী আসাদ ওমরও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন বলে জানা গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার পরমাণুসমৃদ্ধ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ২৩৬ ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হন ১৪২ জন।

সুত্র-যুগান্তর